দৈনিক সুখনীড় সমাচার

সত্য প্রকাশে আপোষহীন (কমিটির অনুমোদনক্রমে)

ঢাকা · সুখনীড় টাওয়ার বর্ষ ১ · সংখ্যা ০৭ মূল্য: বিনামূল্যে, তবে সার্ভিস চার্জ বকেয়া

প্রধান সংবাদ

ভোটের আগের রাতে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বাসায় জিলাপি, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের প্রস্তাবের অভিযোগ

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২১:৩০



ছবি: নিজস্ব সূত্র। ভোটের আগের রাতে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বাসায় জিলাপি, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের প্রস্তাবের অভিযোগ

রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির নির্বাচনের আগের রাতে এক প্রার্থীর বাসায় মিষ্টি পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে। ওই প্রার্থীর দাবি, মিষ্টির সঙ্গে তাকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

শনিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ভবনের দ্বিতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে। যার বাসায় মিষ্টি পৌঁছায় তিনি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আব্দুল মান্নান (৫২)।

ভবনের নিরাপত্তাকর্মী বলেন, রাত পৌনে ১১টার দিকে ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০) একটি ঠোঙ্গা হাতে ভেতরে ঢোকেন। ঠোঙ্গায় দোকানের নাম ছিল না, গায়ে লেখা ছিল ‘ঐক্য’।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, লিফট দ্বিতীয় তলায় থামে এবং ১১টা ২২ মিনিটে নিচে নামে। নামার সময় বাতেনের হাতে ঠোঙ্গাটি ছিল না।

মান্নান বলেন, ঠোঙ্গাটি তার বাসায় পৌঁছেছে এবং তিনি একটি জিলাপি খেয়েছেন। তার ভাষ্য, বাতেন তাকে জানান যে সপ্তম তলা থেকে প্রস্তাব এসেছে, তিনি সরে দাঁড়ালে কোষাধ্যক্ষের পদ তাকে দেওয়া হবে, সিলসহ।

তিনি আরও বলেন, একই ব্যক্তি দুই পক্ষকে আটটি করে ভোটের হিসাব দিয়েছেন, অথচ ভবনে ফ্ল্যাট রয়েছে ১৪টি। এতে তিনি কোনো সমস্যা দেখছেন না বলে জানান।

বিষয়টিকে তিনি নিরপেক্ষতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, ম্যানেজ হয়ে যাবে, এইটা সাইন্স।

তিনি জানান, ওই রাতে তিনি ডিজেল বিলের পুরাতন খাতার পেছনের পাতায় ভোটের হিসাব লিখে রেখেছেন। খাতাটি তার নিজের কাছেই থাকে বলে তিনি জানান।

অভিযোগ প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২) বলেন, গণতন্ত্রে হিসাব লাগে না, বিশ্বাস লাগে। বিশ্বাসই সমাজের ভিত্তি।

জিলাপি পাঠানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, জিলাপিটা কেমন ছিল।

মান্নানের মেয়ে তানিয়া (২২) বলেন, তার বাবা সারা রাত হিসাব মিলিয়েছেন, অথচ সেই হিসাব ভবন ব্যবস্থাপক আগেই দুই জায়গায় মিলিয়ে রেখেছিলেন।

একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ভবন ব্যবস্থাপক বাতেনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

খালি ঠোঙ্গাটি দ্বিতীয় তলার বারান্দায় রাখা আছে। মান্নান জানিয়েছেন, সেটি তিনি প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষণ করছেন।

নির্বাচন রোববার সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে সপ্তম তলায়, প্রার্থী আনোয়ার চৌধুরীর বসার ঘরে।

প্রতিবেদন

বৃষ্টির রাতে নয় মিনিট দেরি, ডেলিভারি কর্মীকে এক তারা দিলেন ফ্ল্যাট মালিক

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে বৃষ্টির রাতে খাবার পৌঁছাতে নয় মিনিট দেরি হওয়ায় এক ডেলিভারি কর্মীকে সর্বনিম্ন রেটিং দিয়েছেন ভবনের এক ফ্ল্যাট মালিক। ওই কর্মীকে কোনো বকশিশও দেওয়া হয়নি।

শুক্রবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ভবনের পঞ্চম তলায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগকারী মকবুল হোসেন (৪৮) নিজেকে ল্যান্ড ওনার হিসেবে পরিচয় দেন।

মকবুল বলেন, অ্যাপে সময় দেওয়া ছিল ৩৫ মিনিট, খাবার এসেছে ৪৪ মিনিটে। বিলম্বের কারণে তিনি বকশিশ দেননি।

তার ভাষ্য, এটি নীতির ব্যাপার। লেট করলে টিপস নাই, এইটা শিক্ষা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাস্তায় পানি জমে থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাস্তায় পানি তার নিজেরও জানা আছে। তিনি অফিসে নয় মিনিট দেরি করলে চাকরি থাকত না বলে দাবি করেন।

তিনি অ্যাপে এক তারা রেটিং দিয়ে মন্তব্যের ঘরে তিনটি শব্দ লিখেছেন বলে জানান। খাবারের মান ভালো ছিল বলেও তিনি স্বীকার করেন, তবে সেটিকে আলাদা বিষয় বলে উল্লেখ করেন।

ভবনের নিরাপত্তাকর্মী বলেন, ওই কর্মী গেটে পৌঁছান রাত ৯টা ৪৪ মিনিটে। তিনি ভিজে গিয়েছিলেন, তবে খাবারের প্যাকেটটি শুকনা ছিল।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ওই কর্মীকে ছাউনির নিচে দাঁড়াতে বলা হলে তিনি রাজি হননি। সাত মিনিট পর তিনি খালি হাতে নিচে নামেন।

একই রাত ২টার দিকে মকবুল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধৈর্য বিষয়ে একটি পোস্ট দেন। পোস্টটিতে ৪০টি লাইক পড়ে বলে তিনি জানান।

তার স্ত্রী রোকসানা (৪৩) বলেন, ডেলিভারি কর্মী নয় মিনিট দেরি করেছেন, তার স্বামী বিশ বছর।

তার মা, ভবনের বাসিন্দা আম্মা (৭৫) বলেন, ছেলেটিকে এক তারা, আকাশকে ৪০ লাইক এবং নিজেকে পাঁচ তারা দেওয়া হয়েছে। তার ভাষ্য, হিসাব মিলে গেছে।

ভবনের বাসিন্দা তানিয়া (২২) বলেন, রাত ২টায় ধৈর্যের পোস্ট এবং সকাল ৯টায় এক তারা, কনটেন্ট ক্যালেন্ডার ঠিক আছে।

পরদিন জুমার নামাজে ওই ডেলিভারি কর্মীর সঙ্গে তার দেখা হয় বলে মকবুল জানান। তিনি বলেন, তিনি ওই কর্মীকে মাফ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অ্যাপে দেওয়া এক তারা রেটিংটি পরিবর্তন করা হয়নি। ওই রাতের বকশিশের ঘরে শূন্য লেখা রয়েছে।

প্রতিবেদন

সভাপতির বসার ঘরে ভোট, একটি ব্যালট বাতিল, গণনা করলেন ভবন ব্যবস্থাপক

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির নির্বাচনে সাত-ছয় ভোটে বর্তমান সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। একটি ব্যালট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ভবনের সপ্তম তলায় ভোট গ্রহণ চলে। কেন্দ্র ছিল সভাপতি আনোয়ার চৌধুরীর (৬২) বসার ঘর।

কেন্দ্র নির্ধারণ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, তার ঘরটিই সবচেয়ে বড় এবং সেটি নিরপেক্ষ জায়গা। ভবনে তার ঘরের চেয়ে বড় ঘর নেই বলে বাসিন্দারাও নিশ্চিত করেছেন।

ব্যালট গণনা করেন ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০)। তিনি সমিতির সভাপতির অধীনে কর্মরত।

বাতিল হওয়া ব্যালটটি চতুর্থ তলার বাসিন্দা করিম বক্সীর (৫৫)। তিনি একটি ব্যালটে দুই প্রার্থীর নামেই টিক দিয়েছিলেন।

করিম বলেন, ঘরে ঢোকার পর সভাপতি তার কাঁধে হাত রেখে তাকে ভবনের বিবেক বলে সম্বোধন করেন এবং ভোট চান। এর পরপরই অন্য প্রার্থী তার কানে কানে বলেন, তাকে ছাড়া তার কেউ নেই।

তার ভাষ্য, দুজনই তাকে চেয়েছিলেন এবং এই সম্মান তিনি জীবনে পাননি। তিনি কাউকে না করতে পারেননি বলে দুই নামেই টিক দেন।

ভোট বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার ভোট গোনা হয়নি, কিন্তু দুজনই তাকে চেয়েছিলেন। গোনার চেয়ে চাওয়াটা বড় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভবনের গৃহকর্মী রহিমা বেগম (৪৫) বলেন, সকাল ৮টায় তিনি সপ্তম তলায় চা ও সিঙ্গারার ব্যবস্থা করতে যান। লিফট তখন বন্ধ ছিল।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, তৃতীয় তলার এক নারী বাসিন্দা দুই তলা উঠে বসে পড়েন এবং করিম বক্সীকে তার ভোট দিয়ে আসতে বলেন। গোপন ব্যালট বলে জানানো হলে তিনি নিচে নেমে যান। তিনি আর ফিরে আসেননি।

ভবনের বাসিন্দা তানিয়া (২২) বলেন, ভোটকেন্দ্র প্রার্থীর ঘরে, ব্যালট গোনেন প্রার্থীর ম্যানেজার, আর ভোটের সকালেই লিফট নষ্ট। বাকি সব ফেয়ার বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পঞ্চম তলার বাসিন্দা মকবুল হোসেন (৪৮) বলেন, তিনি সিঁড়ি বেয়ে সপ্তম তলায় উঠে ভোট দিয়েছেন। কাকে ভোট দিয়েছেন তা তার মনে নেই, তবে উঠেছেন। এটাই গণতন্ত্র বলে তিনি দাবি করেন।

ষষ্ঠ তলার বাসিন্দা শাহেদ (৩৪) ভোট দিতে পারেননি। তিনি বলেন, তিনি লিফটে আটকা ছিলেন এবং ভেতরে একটি মশা ছিল। দুজনের কেউই ভোট দিতে পারেননি বলে তিনি জানান।

ভোট শেষে অতিথিদের জন্য রাখা সিঙ্গারা ঠান্ডা হয়ে যায়। যারা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেননি তাদের ভাগের দুটি সিঙ্গারা করিম বক্সী গ্রহণ করেন বলে গৃহকর্মী জানিয়েছেন।

ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর লিফট সচল হয়।

মোট ভোটার চৌদ্দজন, প্রদত্ত ভোট চৌদ্দটি, গণনায় এসেছে তেরোটি।

ব্যালট গণনার সময় কোনো পর্যবেক্ষক উপস্থিত ছিলেন না। গণনাকারী ভবন ব্যবস্থাপকের বক্তব্য একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও পাওয়া যায়নি।

বিজয় মিষ্টি বিতরণে বত্রিশ পিসের হিসাব মেলেনি, ব্যয় দেখানো হয়েছে আপ্যায়ন খাতে

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২১:৩০



রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির নির্বাচনের পরদিন বিজয় উপলক্ষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণ করা মিষ্টির সংখ্যার সঙ্গে ভবনের ফ্ল্যাট সংখ্যার হিসাব মেলেনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভবনের বিভিন্ন তলায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় চতুর্থ তলার বাসিন্দা করিম বক্সীকে (৫৫)। আগের দিন অনুষ্ঠিত ভোটে তার ব্যালটটি বাতিল হয়েছিল।

ভবনের নিরাপত্তাকর্মী (৩৮) বলেন, সকাল ১০টার দিকে দুই কেজি মিষ্টি গেটে পৌঁছায়। ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০) তা গুনে দেখেন। মোট বত্রিশ পিস। ভবনে ফ্ল্যাট রয়েছে চৌদ্দটি।

বণ্টনের নিয়ম সম্পর্কে জানতে চাইলে ভবন ব্যবস্থাপক জানান, যারা ভোট দিয়েছেন তারা দুটি করে এবং যারা দেননি তারা একটি করে পাবেন।

ব্যালট গোপন থাকার পরও কে ভোট দিয়েছেন তা কীভাবে নির্ধারণ করা হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন, তার কাছে তালিকা রয়েছে।

তৃতীয় তলার এক বাসিন্দা একটি মিষ্টি পান। ভোটের দিন লিফট বন্ধ থাকায় তিনি কেন্দ্রে যেতে পারেননি বলে জানান।

পঞ্চম তলার বাসিন্দা মকবুল হোসেন (৪৮) দুটি মিষ্টি নেন। ভোট দিতে তিনি সিঁড়ি বেয়ে সপ্তম তলায় উঠেছিলেন বলে জানান। তার ফ্ল্যাট পঞ্চম তলায়।

মিষ্টির ব্যয় কোন খাত থেকে নির্বাহ করা হয়েছে জানতে চাইলে সমিতির সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২) বলেন, ব্যয় আপ্যায়ন খাতে দেখানো হয়েছে, বিজয় সবার, খরচও সবার।

ওই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বা অনুমোদনের তারিখ সম্পর্কে সমিতি কিছু জানায়নি। মিষ্টির দোকানের রসিদ সমিতির কাছে জমা পড়েনি।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিতরণ শেষ হয়। ঠোঙ্গায় তখন কিছু ছিল না।

যিনি সারা দিন মিষ্টি বিতরণ করেছেন, তিনি নিজে কোনো মিষ্টি পাননি। এ বিষয়ে তিনি কারও কাছে অভিযোগ করেননি।

একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ভবন ব্যবস্থাপক বাতেনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তার কাছে থাকা তালিকাটিও দেখতে চাওয়া হয়নি।

প্রতিবেদন

ডিজিটাল সাক্ষরতার ক্লাসে শেখানো হলো ‘সিলেক্ট অল’

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে বাসিন্দাদের জন্য আয়োজিত ডিজিটাল সাক্ষরতা বিষয়ক একটি ক্লাসে তথ্য যাচাইয়ের বদলে একসঙ্গে সব নম্বরে বার্তা পাঠানোর পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। পদ্ধতিটি শিখিয়েছেন ক্লাসেরই একজন অংশগ্রহণকারী।

বুধবার বিকালে ভবনের পার্কিং এলাকায় ক্লাসটি হয়। আয়োজক ছিলেন তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২)।

চেয়ার ছিল দুটি। দুটিই পঞ্চম তলার এক বাসিন্দার। বাকিরা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আয়োজক বোর্ডে লেখা শুরু করার পর আম্মা (৭৫) হাত তুলে নিজের মোবাইল ফোন বের করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে দেখান কীভাবে একসঙ্গে সব কন্টাক্টে বার্তা পাঠানো যায়।

আয়োজক তাকে থামাতে চাইলে তিনি বলেন, আয়োজক যাচাই শেখান, তিনি গতি শেখান।

ক্লাসে তিনি একটি ফরওয়ার্ড পড়ে শোনান। বার্তাটিতে বলা ছিল, এটি দশজনকে না পাঠালে ক্ষতি হবে।

যাচাই করেছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিচেই লেখা আছে না পাঠালে ক্ষতি।

প্রশ্নকারী এরপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি।

তৃতীয় তলার এক নারী বাসিন্দা পদ্ধতিটি খাতায় লিখে নেন।

ক্লাস শেষে আয়োজক একটি ভিডিও ধারণ করে সমিতির পেজে প্রকাশ করেন। ভিডিওটি আম্মা ষাটজনকে পাঠান। প্রাপকদের মধ্যে আয়োজকও ছিলেন।

আয়োজক তানিয়া বলেন, ক্লাসে একজনই শিখেছে, এবং সেটি তিনি নিজে।

ষষ্ঠ তলার বাসিন্দা শাহেদ (৩৪) বলেন, তাকেও ফরওয়ার্ডটি পাঠানো হয়েছে। তাকে সাধারণত কেউ কিছু পাঠায় না বলে তিনি জানান।

ক্লাসের বিষয় ছিল তথ্য যাচাই। পড়ে শোনানো ফরওয়ার্ডটি যাচাই করা হয়নি।

প্রতিবেদন

বিজয়ের সন্ধ্যায় কোলাকুলি, পরাজিত প্রার্থীকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও সিল হস্তান্তর

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক ও দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২০:০০



রাজধানীর সুখনীড় টাওয়ারে ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই অনুষ্ঠানে তার হাতে সমিতির সিল হস্তান্তর করা হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সপ্তম তলায় সভাপতির বসার ঘরে অনুষ্ঠানটি হয়। সাত-ছয় ভোটে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন আনোয়ার চৌধুরী (৬২)।

সভাপতি বলেন, এই নির্বাচনে কেউ হারেনি, বিল্ডিং জিতেছে। এরপর তিনি পরাজিত প্রার্থী আব্দুল মান্নানকে (৫২) সামনে ডেকে জড়িয়ে ধরেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোষাধ্যক্ষ করার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মানুষ ভাবে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী, তারা সবসময় এক টিম ছিলেন।

ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০) একটি কাঠের বাক্সে করে সিলটি নিয়ে আসেন। মান্নান সিলটি হাতে নিয়ে আলোর দিকে ধরে দেখেন।

অনুষ্ঠানে তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২) ডিজেল বিলের নিরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন। জবাবে সভাপতি বলেন, নিরীক্ষা মান্নানই করবেন, কারণ যিনি হিসাব রেখেছেন তিনিই জানেন কোথায় কী আছে।

এরপর তিনি আর কোনো প্রশ্ন করেননি।

সিঙ্গারার পাত্রে তিনটি রয়ে যায়। কে এনেছিল তা জানা যায়নি।

অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ আলাদাভাবে বসেন। মানুষ কী বলবে জানতে চাইলে সভাপতি বলেন, মানুষ ঐক্য বলবে, তিনি চেয়ার নিয়েছেন এবং অন্যজন টাকা নিয়েছেন।

পঞ্চম তলার বাসিন্দা রোকসানা (৪৩) বলেন, সাজানো লড়াই, তারপর কোলাকুলি। বিয়ের পরও এমন হয়।

ভবনের নিরাপত্তাকর্মী বলেন, নিচে নামার সময় তিনি সভাপতিকে বলেন, চাবি সবসময় একই গোছার থাকে, মানুষ বদলায়, তালা বদলায় না। তার ভাষ্য, সভাপতি এরপর তাকে দুইশ টাকা দেন।

নিরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ হয়নি।

কোষাধ্যক্ষ সিলটি পকেটে নিয়ে চলে যান। কাঠের বাক্সটি টেবিলে থেকে যায়। পরে সভাপতি বাক্সটি নিজের আলমারিতে তুলে রাখেন।

প্রতিবেদন

যেভাবে হলো সুখনীড়ের নির্বাচন: তফসিল থেকে পুনর্মিলন

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি ও রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · শনিবার, ১০ অক্টোবর ২০২৬ · ১৫:৩০

সুখনীড় ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির নির্বাচন শেষ হয়েছে এক মাস আগে। চৌদ্দটি ফ্ল্যাটের এই ভোটে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন আনোয়ার চৌধুরী (৬২), এক ভোটের ব্যবধানে। পরাজিত প্রার্থী আব্দুল মান্নান (৫২) এখন সমিতির কোষাধ্যক্ষ। নির্বাচনের পুরো ঘটনাক্রম পর্যালোচনা করেছে দৈনিক সুখনীড় সমাচার।

ঘটনার শুরু বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে। ওই সভায় ডিজেলের একটি বিল উপস্থাপন করা হয়, যার হিসাব পরে আর কেউ মেলাতে পারেননি। একই সময়ে সভাপতি ভবনে সাতটি সিসিটিভি ক্যামেরা বসান। ফুটেজ দেখার মনিটর রাখা হয় তার নিজের ফ্ল্যাটে।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন সভাপতি নিজেই। ভোটকেন্দ্র নির্ধারিত হয় সভাপতির বসার ঘর। সভাপতির ভাষ্য অনুযায়ী জায়গাটি নিরপেক্ষ, কারণ সেখানে ক্যামেরা আছে। এর আগে ভবন ব্যবস্থাপক বাতেনকে (৪০) বাসিন্দাদের মতামত সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার জমা দেওয়া প্রথম খরচের হিসাবে সাতচল্লিশ কাপ চা দেখানো হয়েছিল।

তফসিলের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান। তার প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল সমিতির হিসাব সভাপতির হাত থেকে সরিয়ে নিজের হাতে আনা। প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি একটি নির্বাচনী বুফে আয়োজন করেন। সেখানে আজীবন সদস্য করিম বক্সী (৫৫) পাঁচ প্লেট খাবার গ্রহণ করেন এবং দুই প্রার্থীকেই সমর্থনের কথা জানান।

সভাপতিও পাল্টা ইশতেহার দেন। ভবনের তরুণেরা ছাদ খোলাসহ কয়েকটি দাবিতে প্রতিবাদের ঘোষণা দিলে সভাপতি একটি "ইয়ুথ অ্যাডভাইজরি কমিটি" গঠন করেন। প্রতিবাদের প্রধান উদ্যোক্তা তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়াকে (২২) কমিটির চেয়ার করা হয়। কমিটির কাজ দাবি গ্রহণ করা। এরপর আর কোনো প্রতিবাদ হয়নি। ছাদ খোলা হয় নির্বাচনের পরে, এবং দেখা যায় তালাটি কখনো বন্ধই ছিল না।

প্রচারণার শেষ সপ্তাহে করিম বক্সীর দরজায় দুই প্রার্থীর পোস্টারই লাগানো ছিল। একই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজেকে একটি চরিত্র সনদ দেন, যাতে সই ও সিল দুটোই তার নিজের।

ভোটের আগের রাতে ভবন ব্যবস্থাপক দুই প্রার্থীর কাছে আলাদা জরিপ প্রতিবেদন জমা দেন। একটিতে মান্নানের ভোট নয়টি, অন্যটিতে সভাপতির সাতটি। দুই প্রতিবেদন মিলিয়ে চৌদ্দ ফ্ল্যাটে ভোট দাঁড়ায় ষোলোটি। একই রাতে "সুখনীড় Family (Official) Final 3" নামে নতুন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়।

ভোট হয় ৭ সেপ্টেম্বর, সভাপতির বসার ঘরে। দিনভর ভবনের লিফট বন্ধ ছিল। ভবনের নিরাপত্তাকর্মী জানান, লিফট বন্ধ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের তলাগুলোতে। সভাপতি একে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে উল্লেখ করেন। করিম বক্সী ব্যালটে দুই প্রার্থীর নামেই টিক দেন। তার ব্যালট বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলাফল: আনোয়ার চৌধুরী সাত ভোট, আব্দুল মান্নান ছয় ভোট।

ফল ঘোষণার পরদিন বিজয়ের মিষ্টি বিতরণের দায়িত্ব পান করিম বক্সী। ভবন ব্যবস্থাপক কে কাকে ভোট দিয়েছেন সেই তালিকা ধরে মিষ্টি ভাগ করেন। গোপন ব্যালটে এমন তালিকা কীভাবে তৈরি হলো, জানতে চাইলে তিনি বলেন, তালিকা আছে। করিম বক্সী সব মিষ্টি বিলি করেন। নিজে একটিও পাননি।

১০ সেপ্টেম্বর সভাপতি পরাজিত প্রার্থীকে আলিঙ্গন করে কোষাধ্যক্ষ ও উন্নয়ন উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেন। সমিতির সিল তুলে দেওয়া হয় তার হাতে। এ সময় সভাপতি বলেন, "আমি চেয়ার নিছি, তুমি টাকা নিছো।" দুজন শুরু থেকেই অংশীদার ছিলেন কিনা, এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেননি। ডিজেল বিলের নিরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় নতুন কোষাধ্যক্ষকেই।

অনুষ্ঠানের শেষে ভবনের নিরাপত্তাকর্মী মন্তব্য করেন, চাবি সবসময় একই গোছার, মানুষ বদলায়, তালা বদলায় না। সভাপতি মন্তব্যটিকে গেটের চাবি প্রসঙ্গে বলে গ্রহণ করেন এবং তাকে দুইশো টাকা বকশিশ দেন।

নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত ভবনের সার্ভিস চার্জ একাধিকবার বেড়েছে। সিলের বাক্সটি এখনো সভাপতির আলমারিতে।

পুরো ঘটনাক্রম নিয়ে আড়াই মিনিটের একটি কার্টুন প্রকাশ করেছে সুখনীড় টাওয়ার পেজ।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

গেটে দুই কাপ চা, নিরাপত্তাকর্মী বললেন এটাই নিরপেক্ষতা

শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ২২:৩০

নির্বাচনের আগের রাতে সুখনীড় টাওয়ারের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বাসা থেকে ভবনের নিরাপত্তাকর্মীর জন্য আলাদাভাবে চা পাঠানো হয়েছে।

শনিবার রাতে গেটে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি দুই কাপ চা-ই গ্রহণ করেন বলে জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ভোটের আগের রাতে দুই স্যারই তাকে চা খাইয়েছেন এবং তিনি দুই কাপই খেয়েছেন। গণতন্ত্রে এটিকে নিরপেক্ষতা বলা হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

চা কোন ফ্ল্যাট থেকে পাঠানো হয়েছে তা জানতে দুই পক্ষই আলাদাভাবে খোঁজ নিয়েছে বলে ভবন সূত্রে জানা গেছে।

দুই কাপের মধ্যে ব্যবধান ছিল ছাব্বিশ মিনিট। নিরাপত্তাকর্মী দুটি কাপই ফেরত দিয়েছেন।

ব্যালটে প্রার্থী দুজন, ছাদে একজন খুঁজছিলেন তৃতীয় নাম

রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের নির্বাচনী ব্যালটে দুজন প্রার্থীর নাম থাকলেও ভবনের এক বাসিন্দা তৃতীয় একটি নাম খুঁজছিলেন বলে জানা গেছে।

রোববার সকালে ভবনের ছাদে পানির ট্যাংকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তাকে দেখা যায়। তিনি ষষ্ঠ তলার বাসিন্দা শাহেদ (৩৪)।

তিনি বলেন, ব্যালটে দুইটা নাম ছিল, তিনি খুঁজছিলেন মতিনের নাম। পাখিদের কেউ মনোনয়ন দেয় না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মতিন নামে ভবনে কোনো ভোটার নেই। এটি একটি চড়ুই পাখির নাম বলে ভবনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

পাখিটির বাসা তিন সপ্তাহ আগে ছাদ থেকে খালি হয়ে গেছে। ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন জমা পড়েনি।

ভোটের সকালে লিফট বন্ধ, কেন্দ্র সপ্তম তলায়

সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের নির্বাচনের দিন সকালে ভবনের লিফট বন্ধ ছিল। ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছিল সপ্তম তলায়।

সোমবার সকাল থেকে বাসিন্দাদের সিঁড়ি ব্যবহার করে ভোট দিতে যেতে হয়। লিফটটি আগের রাত থেকে বন্ধ ছিল বলে ভবন সূত্রে জানা গেছে।

তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২) বলেন, ভোটকেন্দ্র সপ্তম তলায়, লিফট নষ্ট। আজকে গণতন্ত্র মানে কার্ডিও বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভোট গণনা শেষ হওয়ার সতেরো মিনিট পর লিফটটি সচল হয় বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

লিফট বন্ধ থাকার কারণ সম্পর্কে সমিতির পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। মেরামতের কোনো বিল জমা পড়েনি।

ভোট গোপন, তবে বিজয়ীকেই দিয়েছেন বলে জানালেন ফ্ল্যাট মালিক

মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের নির্বাচনে কাকে ভোট দিয়েছেন তা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছেন পঞ্চম তলার বাসিন্দা মকবুল হোসেন (৪৮)। তবে বিজয়ী প্রার্থীকেই তিনি ভোট দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে ভবনের পার্কিং এলাকায় তিনি এ কথা বলেন। ওই সময় তিনি নিজের রাখা দুটি প্লাস্টিক চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তিনি বলেন, ব্যালট গোপন, তাই তিনি বলবেন না। তবে যিনি জিতেছেন তাকেই দিয়েছেন, এইটুকু বলা যায় বলে তিনি জানান।

ভবনে ফ্ল্যাট চৌদ্দটি এবং পার্কিং এলাকায় ব্যক্তিগত চেয়ার দুটি। দুটিই একই ফ্ল্যাটের।

এ বিষয়ে সমিতির কোনো অনুমোদন আছে কি না তা জানা যায়নি।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ এক টেবিলে, চা পরিবেশনের ক্রম নির্ধারিত হয়নি

বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারে নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর সমিতির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ একই টেবিলে বসছেন। তবে কাকে আগে চা দেওয়া হবে সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

বুধবার দুপুরে ট্রে হাতে করিডোর দিয়ে যাওয়ার সময় গৃহকর্মী রহিমা বেগম (৪৫) এ কথা জানান।

তিনি বলেন, তিনি ট্রেটি টেবিলের মাঝখানে রেখে চলে আসেন।

বিষয়টি নিয়ে সভায় কিছু ওঠেনি।

বাতিল ব্যালটটি আলাদা করে রেখেছেন ভবন ব্যবস্থাপক

বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের নির্বাচনে বাতিল হওয়া একমাত্র ব্যালটটি ভবন ব্যবস্থাপক আলাদা করে রেখে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে চতুর্থ তলার বাসিন্দা করিম বক্সীর (৫৫) সঙ্গে কথা হয়। ব্যালটটি তার।

তিনি বলেন, দুই পক্ষই তাকে চেয়েছিল এবং তিনি কাউকেই না করেননি।

কাগজটি কেন আলাদা রাখা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেননি বলে জানান।

বাতিল ব্যালট পুনর্বিবেচনার কোনো আবেদন জমা পড়েনি।

সিল পেয়েছেন কোষাধ্যক্ষ, বাক্স রয়ে গেছে সভাপতির আলমারিতে

শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · ১২:৩০

সুখনীড় টাওয়ারের নতুন কোষাধ্যক্ষ সমিতির সিল বুঝে পেলেও সিলের বাক্সটি পাননি বলে জানা গেছে।

শুক্রবার দুপুরে দ্বিতীয় তলার নিজ ফ্ল্যাটের সামনে আব্দুল মান্নান (৫২) এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাক্সটি সভাপতি আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। সিলই আসল জিনিস, বাক্স দিয়ে কী হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আলমারিটি সভাপতির শোবার ঘরে।

সম্পাদকীয় ও অন্যান্য

সম্পাদকীয়

সেবার সুযোগ

আমি সভাপতি হতে চাই নাই। এই কথাটা কেউ বিশ্বাস করে না, তাই বারবার বলতে হয়।

নির্বাচনের আগের রাতে আমার ড্রইংরুমে যারা বসেছিলেন, তারা জানেন আমি কী বলেছিলাম। বলেছিলাম, নতুন কেউ আসুক। তরুণ কেউ। আমি ক্লান্ত। তখন মান্নান সাহেব বললেন, স্যার, আপনি ছাড়া বিল্ডিং চলবে না। কথাটা তার, আমার না। আমি শুধু শুনেছি।

ভোট হয়েছে সুষ্ঠু পরিবেশে। কেন্দ্র ছিল আমার বসার ঘর, কারণ নিচতলায় আলো কম এবং সিসিটিভি নাই। স্বচ্ছতার জন্যই এই ব্যবস্থা। যারা বলছেন ভোটকেন্দ্র সভাপতির বাসায় হওয়া উচিত না, তাদের বলি: তাহলে কার বাসায় হবে? যার সিসিটিভি আছে তার বাসায়ই তো হবে।

ফলাফল সবাই জানেন। আমি আবার সভাপতি। এতে আমার কোনো আনন্দ নাই, দায়িত্ব আছে।

একটা কথা পরিষ্কার করে বলি। এই পত্রিকা কমিটির মুখপাত্র না। এটি স্বাধীন। সম্পাদক হিসেবে আমি নিশ্চিত করব যে এখানে সত্য ছাপা হবে, কমিটির অনুমোদনক্রমে।

বিশ্বাসই সমাজের ভিত্তি। আর হিসাব হলো বিশ্বাসের প্রমাণ। দুটোই আমার কাছে আছে।

আনোয়ার চৌধুরী
সম্পাদক ও প্রকাশক · সভাপতি, সুখনীড় ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতি

আবহাওয়া

আকাশ পরিষ্কার। ছাদে কাপড় শুকাবে। তবে ৭ তলার কাপড় আগে, কারণ লাইন ওখানেই শুরু।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, সভাপতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত। তথ্যটি ভুল। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তিনি দাঁড়ান নাই। সম্পাদক দুঃখিত নন।

বিজ্ঞাপন ও টু-লেট

- টু-লেট: ২ বেড, দক্ষিণমুখী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে (সভাপতির অনুমোদনক্রমে)।
- প্রাইভেট টিউশন: ইংরেজি ও আত্মবিশ্বাস। অনলাইনে। আলো ভালো থাকলে ক্যামেরা অন। যোগাযোগ: ৩এ।
- হারানো বিজ্ঞপ্তি: একটি চড়ুই, নাম মতিন। কেউ দেখে থাকলে ৬বি।
-

দৈনিক সুখনীড় সমাচার একটি ব্যঙ্গ রচনা। এটি কোনো বাস্তব সংবাদপত্র নয়। সব চরিত্র, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনা কাল্পনিক। ছবিগুলো কম্পিউটারে তৈরি, কোনো বাস্তব ব্যক্তির ছবি নয়।